দূর্ঘটনা প্রতিরোধে সর্বসাধারণকে সহযোগিতার আহ্বান রেল কর্তৃপক্ষের।

ঢাকা, ০৪ আগস্ট, সোমবার।

রেলপথে দূর্ঘটনা এড়াতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকতে এবং সর্বসাধারণকে সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানিয়েছে রেল কতৃপক্ষ।

সম্প্রতি বিভিন্ন রুটে কয়েকটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে দূর্ঘটনার শিকার হয়েছে। এসব দূর্ঘটনায় প্রাথমিক সতর্কতা ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেকটি দূর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য পৃথক পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন সাপেক্ষে এসব দূর্ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সম্প্রতি কিছু ঘটনায় প্রতীয়মান হয় যে, রেলপথে দূর্ঘটনার জন্য রেল সংশ্লিষ্টদের বাইরে কতিপয় ব্যক্তি/গোষ্ঠীর তৎপরতা রয়েছে যা নাশকতার পর্যায়ে পড়ে।

উল্লেখ্য যে, গত ৩ আগস্ট দিবাগত রাতে নাটোরের কাছে মাধনগরে রেল ট্র্যাকে শিকল পেচিয়ে তালা দিয়ে রাখা ছিলো যেনো চলমান ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে দূর্ঘটনায় পতিত হয়। রেলওয়ের লোকাল কি-ম্যান এটা দেখে চিলাহাটি এক্সপ্রেস ট্রেনটি থামিয়ে দেন। পরে উক্ত শিকল অপসারণ করে ট্রেন চালনা করা হয়। বিষয়টি বড় ধরণের দূর্ঘটনা ঘটানোর উদ্দেশ্যে সুচিন্তিতভাবে করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারণা। এ ব্যাপারে গোয়েন্দা সংস্থাসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করা হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এ ধরণের উদ্দেশ্য প্রণোদিত কার্যকলাপ বাংলাদেশ রেলওয়ে কিংবা সরকারের একার পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত দূরুহ কাজ। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জনসম্পৃক্ততা ও সবার সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

দেশের যে কো্নো স্থানে রেল লাইন ও এর আশপাশে সন্দেহজনক কিছু দেখা গেলে বা রেল লাইনে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে বা কোনো প্রকার দূর্ঘটনা ঘটতে পারে এমন কিছু লক্ষ্য করলে তাৎক্ষণিকভাবে তা রেল কর্তৃপক্ষ অথবা স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের হটলাইন ১৩১ নম্বরে অথবা ৯৯৯ (টোল ফ্রি) নম্বরে ফোন করা যাবে। সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় গোপন রাখা হবে।

রেজাউল করিম সিদ্দিকী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
(সিনিয়র তথ্য অফিসার)
রেলপথ মন্ত্রণালয়।